কোস্ট ট্রাস্ট,প্রধান কার্যালয়। তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

বিষয়: সংস্থার মূল্যবোধসমূহ এবং আমাদের অবস্থান : মূল্যায়ন ছক

ক্রম	মূল্যবোধসমূহ	সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ					মন্তব্য
		১	২	৩	৪	৫	
১	আমাদের অবস্থান: আমাদের অবস্থান গরীব মানুষের জন্য তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।						
২	কর্ম পদ্ধতি: আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যা করছি তা-ই উন্নয়নের শেষ কথা নয়। আমাদের কাজ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন কাজের পথ দেখাবে।						
৩	শিখন: আমরা যা জানি তা করি এবং আমরা যা বুঝি তা বলি। আমরা এমন কিছু বলি না বা করি না যা আমরা জানি না। সে কারণে আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করতে কুণ্ঠা করি না। আমরা নতুন কিছু শিখার জন্যও সদা তৎপর থাকি।						
৪	মানব যোগ্যতা: আমরা মনে করি যে, সকল মানুষই সমান যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। যদি সকলই সমান সুযোগ-সুবিধা পেতো তাহলে সকলই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হতো।						
৫	অর্থনীতি: কি ব্যক্তি কি সংস্থা, সকল পর্যায়েই আমাদেরকে মিতব্যয়ী হতে হবে						
৬	সম্মান: দায়িত্ব ও বেতনের দিক থেকে আমরা বিভিন্ন পর্য়ায়ে হতে পারি কিন্তু সম্মান দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা সকলই সমান।						
৭	জেন্ডার: আমরা বিশ্বাস করি যে নারী-পুরষ উভয়ই সমান। এর ভেদাভেদের মূল কারণ হলো আমাদের বর্তমান সমাজ। তাই নারীদেরকে আমাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যেন তারা তাদের সন্তান লালন পালনের জন্য অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে পারে।						
৮	সিদ্ধান্ত গ্রহণে মত প্রকাশের অধিকার: আমরা মনে করি যে যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন এবং যারা সিদ্ধান্তের কারণে প্রভাবিত হবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের উভয়রে মত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে।						
৯	সংস্কৃতি: আমরা বাইরের ভাল সংস্কৃতিগুলো নিতে চাই কিন্তু আমরা আমাদের চর্চা ও সংস্কৃতিগুলো সবার উপরে রাখতে চাই।						
১০	যোগাযোগ: আমাদের চিন্তা হবে সমসাময়িক এবং বৈশ্বিক। তাই আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও সর্বোৎকৃষ্ট যোগাযোগ এবং শিখন উপকরণগুলো ব্যবহার করবো।						
১১	সম্পর্ক এবং জবাবদিহিতা: আমরা আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্থার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আপোষ না করে সবার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবো। আমরা যেহেতু গণ-কেন্দ্রিক সংগঠন তাই আমরা যে কারো কাছে জবাবদিহি করতে কুণ্ঠাবোধ করি না।						
১২	জনসংগঠন: আমরা বিশ্বাস করি যে গরীব মানুষের একটি আলাদা সংগঠন থাকা উচিত যা বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু অনুগঠকের ভুমিকায় থাকবো।						
১৩	সুশাসন: আমরা বিশ্বাস করি যে চাহিদা মধ্যস্থতায় সরকারী কর্মকর্তা এবং জনগণের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। তাই আমরা জনগণকে সংগঠিত করবো যাতে তারা তাদের চাহিদা আদায় করে নিতে পারেন। তাই সরকারী সেবাসমূহের পাশাপাশি আমরা কোন বিকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করবো না।						
১৪	পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র: আমরা পরিবেশ এবং জীববৈচিত্রের ভারসাম্যে বিশ্বাস করি। তাই আমরা স্থানীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা ঐসব বৈচিত্রসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই।						

আমাদের অবস্থান: আমাদের অবস্থান গরীব মানুষের জন্য তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

কর্ম পদ্ধতি: আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যা করছি তা-ই উন্নয়নের শেষ কথা নয়। আমাদের কাজ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন কাজের পথ দেখাবে।

শিখন: আমরা যা জানি তা করি এবং আমরা যা বুঝি তা বলি। আমরা এমন কিছু বলি না বা করি না যা আমরা জানি না। সে কারণে আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করতে কুণ্ঠা করি না। আমরা নতুন কিছু শিখার জন্যও সদা তৎপর থাকি।

মানব যোগ্যতা: আমরা মনে করি যে, সকল মানুষই সমান যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। যদি সকলই সমান সুযোগ-সুবিধা পেতো তাহলে সকলই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হতো।

সম্মান: দায়িত্ব ও বেতনের দিক থেকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারি কিন্তু সম্মান দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা সকলই সমান।

জেন্ডার: আমরা বিশ্বাস করি যে নারী-পুরষ উভয়ই সমান। এর ভেদাভেদের মূল কারণ হলো আমাদের বর্তমান সমাজ। তাই নারীদেরকে আমাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যেন তারা তাদের সন্তান লালন পালনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে মত প্রকাশের অধিকার: আমরা মনে করি যে যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন এবং যারা সিদ্ধান্তের কারণে প্রভাবিত হবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের উভয়রে মত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে।

সংস্কৃতি: আমরা বাইরের ভাল সংস্কৃতিগুলো নিতে চাই কিন্তু আমরা আমাদের চর্চা ও সংস্কৃতিগুলো সবার উপরে রাখতে চাই।

যোগাযোগ: আমাদের চিন্তা হবে সমসাময়িক এবং বৈশ্বিক। তাই আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও সর্বোৎকৃষ্ট যোগাযোগ এবং শিখন উপকরণগুলো ব্যবহার করবো।

সম্পর্ক এবং জবাবদিহিতা: আমরা আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্থার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আপোষ না করে সবার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবো। আমরা যেহেতু গণ-কেন্দ্রিক সংগঠন তাই আমরা যে কারো কাছে জবাবদিহি করতে কুণ্ঠাবোধ করি না।

জনসংগঠন: আমরা বিশ্বাস করি যে গরীব মানুষের একটি আলাদা সংগঠন থাকা উচিত যা বিকল্প ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু অনুগঠকের ভূমিকায় থাকবো।

সুশাসন: আমরা বিশ্বাস করি যে চাহিদা মধ্যস্থতায় সরকারী কর্মকর্তা এবং জনগণের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। তাই আমরা জনগণকে সংগঠিত করবো যাতে তারা তাদের চাহিদা আদায় করে নিতে পারেন। তাই সরকারী সেবাসমূহের পাশাপাশি আমরা কোন বিকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করবো না।

পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র: আমরা পরিবেশ এবং জীববৈচিত্রের ভারসাম্যে বিশ্বাস করি। তাই আমরা স্থানীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা ঐসব বৈচিত্রসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই।